জিন জাতির ইতিহাস

[জিন জাতির সৃষ্টি, শয়তানের আসল পরিচয়, তাদের রাজত্ব, মৃত্যু, হিসাব-নিকাশ,
মানুষকে জিনে ধরার কারণ ও পরিত্রাণের উপায় এবং বিভিন্ন মজার
মজার বাস্তব ঘটনাসমূহ]

শহীদুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম
ফাজেল, জামিয়া শারইয়্যাহ্ মালিবাগ, ঢাকা
শিক্ষক, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

জিন জাতির ইতিহাস

গ্রন্থনা	: শহীদুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম
প্রথম প্রকাশ	: অক্টোবর, ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	: রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	: মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	: জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স, প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০।
পরিবেশক	: **রাহনুমা প্রকাশনী**, ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। শোরুম ২ : কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ	: ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২৬০/- (দুইশ ষাট টাকা মাত্র)

JINN JATIR ETIHAS
Writer: Sohidullah bin Abdul Halim. Published by: Rahnuma Prokashoni.
Price: Tk. 260.00, US $ 06.00 only.

ISBN 978-984-93859-9-1
www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

সূচিপত্র

লেখকের দুটি কথা—১১
শুরুর কথা—১৭
জিন–পরিচিতি—১৮
শাব্দিক পরিচিতি—১৯
পারিভাষিক পরিচিতি—২০
জিনকে দেখা যায় না কেন?—২০
জিনের অস্তিত্ব—২৩
জিন জাতির সৃষ্টি ও শয়তানের আসল পরিচয়—২৭
জিন জাতির সৃষ্টি—২৮
জিন জাতির সৃষ্টি আদম সৃষ্টির কত বছর পূর্বে হয়েছে?—২৮

শয়তানের আসল পরিচয়

শাব্দিক পরিচিতি—৩০
শয়তান জিন জাতির আদি পিতা—৩১
ইবলিসের সিংহাসন সমুদ্রের উপর—৩৩
পৃথিবীতে জিন জাতির বসবাস ও তাদের বাস্তুহারা হওয়া—৩৩

জিন সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির রহস্য

জিন সৃষ্টির উপাদান—৩৪
তিনটি জটিল প্রশ্ন—৩৬
প্রশ্নগুলোর জবাব—৩৭
জিন সৃষ্টির রহস্য—৩৮
জিনের দৈহিক গঠন—৩৮
জিনকে আসল রূপে সাহাবির দর্শন : দুটি বাস্তব ঘটনা—৪০
জিনের প্রকারভেদ—৪২

দৈহিক গঠনের দিক থেকে জিন তিন প্রকার—৪৩
সাহাবি জিনের মৃত্যু—৪৬
মুমিন জিন আল্লাহর সৈনিক—৪৭
মুমিন জিন কাফেরদের দ্বীনের পথে দাওয়াত দেয়—৪৮
জিন ও শয়তান বিভিন্ন আকৃতি বা রূপ ধারণ করতে সক্ষম—৪৯
যে প্রাণীর রূপ, সে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য—৪৯
তারা কি চাইলেই রূপ বদলাতে পারে?—৫০
বুজুর্গ পাদরিকে বাধ্যকরণ—৫১
শয়তান সুরাকা বিন মালেকের আকৃতিতে—৫৩
শয়তান বৃদ্ধ সেজে পরামর্শগৃহে—৫৪
আনসারি যুবকের সাথে জিনের বল্লমযুদ্ধ—৫৫
রাসুলের সাথে সাপের কানে কানে কথা—৫৭
জিনের আদালতে এক আনসারির বিচার—৫৮
শয়তান কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপও ধারণ করতে পারে?—৫৮
জিনেরা মানুষের মতো পানাহার করে—৬০
তারা কি মানুষের মতো খাবার খায়?—৬১
শয়তান মানুষের খাবারে কীভাবে শরিক হয়?—৬৩
আশ্চর্য ঘটনা—৬৪
যা ঘটেছে সে রাতে—৬৫
শয়তান বাম হাতে খানা খায়—৬৬
জিনরাও দ্বীন পালনে আদিষ্ট—৬৮
তারা কি সমস্ত ইবাদতের ব্যাপারে আদিষ্ট?—৭০
শয়তান বা তার বংশধর কি মুসলমান হওয়া সম্ভব?—৭৩
শয়তান কি মুসলমান হওয়া সম্ভব—৭৩
তার বংশধর কি মুসলমান হওয়া সম্ভব?—৭৪
কোনো জিন নবী ও রাসুল এসেছিলেন কি?—৭৭

কতক উলামায়ে কেরামের দলিলের খণ্ডন—৮০
অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের প্রমাণাদি—৮১
আমাদের নবী কি জিনদের নিকটও প্রেরিত?—৮২
জিন কোথায় থাকে?—৮৫
সাপকে কখন তিনবার বলবে?—৮৬
তাদেরকে কি বলে সম্বোধন করবে?—৮৬
এক বড় সাহাবিকে জিনের হত্যা—৮৭
মানুষের মতো দৈহিক মিলন ও বংশবিস্তার—৯২
সৃষ্টির নয় ভাগ জিন আর এক ভাগ মানুষ—৯৩
তাদের বংশবিস্তার কীভাবে হয়?—৯৪
জিনের সাথে মানুষের বিবাহ—৯৫
জিন-মানুষের বিবাহে শরয়ি দৃষ্টিকোণ—৯৭
মালেকি মাজহাব—৯৭
শাফেয়ি মাজহাব—৯৭
হাম্বলি মাজহাব—৯৮
হানাফি মাজহাব—৯৯
প্রাধান্যতম মত—১০০
জিন মানুষের দেহে ঢুকতে সক্ষম—১০৪
জিনের অনুপ্রবেশ অস্বীকার করার বিধান—১০৮
বাস্তব ঘটনা—১০৮
জিনেরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে—১০৯
শয়তান পথভ্রষ্ট করার কিছু পদ্ধতি—১০৯
জিনরা আসমানের ফেরেশতাদের কথা শুনতে সক্ষম ছিল—১১২
কখন থেকে শয়তানের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ শুরু হয়েছে?—১১৩
ঝাড়ফুঁক দ্বারা জিনাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা—১১৫
জিনকে বশ করা—১১৬
জিন দ্বারা চিকিৎসা করা ও অন্যান্য সাহায্য নেওয়া—১১৮

জিন দ্বারা চিকিৎসা করা—১১৯
জিনের কাছে আশ্রয় চাওয়া—১২১
জিনেরাও মৃত্যুবরণ করে—১২১
জিন কি মানুষের মতো জান্নাতে যাবে?—১২৩
মানুষকে জিন কেন ধরে?—১২৮
বাস্তব ঘটনা—১৩০
জিনদের দূরে রাখার এবং দূর করার কিছু পদ্ধতি—১৩১
জিন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান—১৩৭
প্রথম ঘটনা—১৪১
দ্বিতীয় ঘটনা—১৪১
তৃতীয় ঘটনা—১৪২
আল্লামা শিবলি রহ.-এর খণ্ডন—১৪৩
জিন ও শয়তান সম্পর্কে আসলাফের আলোচনা যেসব কিতাবে পাওয়া যাবে :—১৪৫
জিন ও শয়তান সম্পর্কে পরবর্তীদের কিছু কিতাব :—১৪৬

লেখকের দুটি কথা

সব প্রশংসা ওই মহান সত্তার, যিনি জিন ও মানবজাতি-সহ সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে মানবজাতিকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর উলামায়ে কেরামকে করেছেন সম্মানিত। দরুদ ও সালাম পেশ করছি হেদায়েতের রাহবার, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তারকাতুল্য সাহাবিগণের প্রতি।

মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুল সম্বন্ধে তিনি ছাড়া কেউ এ অকাট্য জ্ঞান রাখে না—তাদের সংখ্যা কত, তাদের আকার-আকৃতি কেমন, কোন সৃষ্টিকে তিনি কী কী গুণাবলি দান করেছেন, আর কী পরিমাণ শক্তি দিয়েছেন।

তিনি তাঁর সৃষ্টিজীব সম্পর্কে মাখলুককে যতটুকু ইচ্ছে জ্ঞান দান করেছেন। জিন আল্লাহর এমন এক মাখলুক, যার সম্পর্কে ঠিক-বেঠিক বিভিন্ন কথা সমাজে ছড়িয়ে আছে। কারও কাছে বিষয়টা কল্পকাহিনি। কারও কাছে আলিফ-লায়লার মতো নাটক। কারও মনে জিন জাতি নিয়ে অনেক কৌতূহল—জিনের বাস্তবতা কী; তারা দেখতে কেমন; মানুষের মতো, নাকি বিশাল দেহধারী; তাদের বংশবিস্তার কীভাবে হয়; তারা কি মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম; তারা কি যাচ্ছেতাই করতে পারে; তারা কি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে; তাদের কি অনেক শক্তি; একটা জিন সাথে থাকলে পুরা পৃথিবী জয় করা সম্ভব—ইত্যাদি ইত্যাদি নানান প্রশ্ন তাদের মনে ঘুরপাক খায়।

এ বিষয়ে আরবি ভাষায় মোটামুটি লেখালেখি হলেও উর্দু ও বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে যৎসামান্য। আমার অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে—বাংলা ভাষায় *জিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস* নামে ইমাম সুয়ূতির লেখা আরবি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়, যা শৈশবে একবার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তাতে এমন এমন কল্পকাহিনি রয়েছে, যার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এমন একটি কাহিনি পাঠক সমীপে পেশ করছি—

ইমাম সুয়ুতি রহ. তার জিন সম্পর্কিত গ্রন্থে আয়েশা রাজি.-এর সূত্রে একটি হাদিস তুলে ধরেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'হে আয়েশা, আল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকা শয়তানকে ঘৃণিত করুন। আমার সঙ্গেও শয়তান আছে। আল্লাহ আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে সে মুসলমান হয়েছে। তার নাম আবইয়াজ। সে এবং শয়তানের প্রপৌত্র হামাহ[১] জান্নাতি।' আবু আলি আশ্আস তার *আস-সুনান* গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

প্রিয় পাঠক, ঘটনাটি কেমন লাগল! নিশ্চয়ই খুব চমৎকার। কিন্তু তত্ত্বতালাশে দেখা যায়, এর কোনো ভিত্তি নেই। হাদিসটি মিথ্যা, বানোয়াট। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. *আল-ইসাবা ফি তমিজিস সাহাবা* গ্রন্থে[২] তার হাদিসকে পরিত্যাজ্য বলেছেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শেষে প্রমাণ করব, শয়তান বা তার বংশধরদের কখনো মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়।

ইউটিউবে যখন বিভিন্ন বক্তাদের মুখে জিন সম্পর্কে আলোচনা শুনি, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসি পায়! কারণ, তারা মানুষকে এমন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ভুল বার্তা দিচ্ছে, শুনলে মনে হয়, যেন এ বিষয়ে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন! আফসোস, শত আফসোস! শরিয়ত সম্পর্কে ভুল বার্তা দেওয়ার কারণে কেয়ামতের দিন মানুষের জিহ্বা আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন।

যা-ই হোক, শৈশব থেকেই এ বিষয়ে জানার স্পৃহা ছিল অদম্য। তাই এ বিষয়ে 'আল-মাকতাবাতুশ শামেলা'[৩] ও আমার সংগ্রহে থাকা পূর্ববর্তীদের অনেক কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছি। বলব না—আমার

---

১. সে আদম-তনয় হাবিল-কাবিলকে হত্যা করার সময় পাহাড়ের টিলায় খুশিতে নাচছিল। সে নুহ আ.-এর হাতে মুসলমান হয়েছে। নুহ আ.-এর প্লাবনের ট্রাজেডি স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছে। এক নবী ইন্তেকালের সময় তাকে ওসিয়ত করত—'আমার সালাম তুমি আগত নবীকে পৌঁছে দিয়ো।' এভাবে সে আমাদের নবীকে পেয়েছে ও তাঁকে ঈসা আ.-এর সালাম পৌঁছে দিয়েছে। *আখবারু মক্কা লিল-ফাকিহি*, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭, হাদিস নং-২৩০৮

২. খ. ১, পৃ., ১৭৭

৩. অনলাইন লাইব্রেরি

গবেষণাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত। তবে এটা সত্য, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠককে নির্ভুল তথ্য দিতে। চেষ্টা করেছি—বাংলা ভাষায় এমন একটি বই লিখতে, যার থেকে জনসাধারণের সঙ্গে আলেম ও মাদরাসার ছাত্ররাও উপকৃত হবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রতিটি বিষয় বিশুদ্ধ রেফারেন্সে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। সুসজ্জিত করা হয়েছে তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনা ও পূর্ববর্তীদের বাণীর মাধ্যমে। যেসব বিষয়ে মানুষের কৌতূহল, সবগুলো বিষয়েই কলম ধরার চেষ্টা ছিল। লেখা হয়েছে সাধারণ মানুষের বোধগম্য সাবলীল ভাষায়। পাঠককে আনন্দ দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে মজার মজার ঘটনা নিয়ে আসা হয়েছে; সেগুলোও গালগল্প নয়, নির্ভরযোগ্য। পাঠকের রুচির প্রতি লক্ষ রেখে বিষদ আলোচনা করে অযথা বই বড় বানানো হয়নি। কারণ, বর্তমানে ছোট বইয়ের পাঠক বেশি।

যত দিন এ ধরা থাকবে, পাঠক থাকবে, লেখক থাকবে। পাঠকবৃন্দের অধ্যয়নের স্পৃহা ও আগ্রহ-উদ্দীপনা লেখকদের সাহস জোগাবে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন।

পরিশেষে পাঠক সমীপে অনুরোধ—মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কোনো দরদি ভাইয়ের চোখে কোনো প্রকার ভুল দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রকাশনায় অবগত করবেন। পরের সংস্করণে তা ঠিক করার চেষ্টা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

মহান প্রভুর দরবারে একটাই আরজ—তিনি লেখক, পাঠক-সহ সর্বস্তরের মুসলিম ভাইদের বক্ষ্যমাণ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

বিনীত

শহীদুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম

শুরুর কথা

নিঃসন্দেহে বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার—মানুষ যেমন ভুলের উর্ধ্বে নয়, তেমনি মানবরচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানও ভুলের উর্ধ্বে নয়। মুখের কথা নয়, বরং এটাই বাস্তব সত্য। যদি মানবরচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্ভুল হত, তাহলে এত দিনে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যেত।

কয়েক দিন আগে নাসার বিজ্ঞানীরা সতর্কতা জারি করেছিল, ২০২২ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি পৃথিবী ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে। কারণ ১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার একটি বড় গ্রহাণু[১] পৃথিবীর কাছ দিয়ে যাবে। এই গ্রহাণুটি যদি কোনোভাবে পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায়, তাহলে বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ হতে পারে।[২] কিন্তু আমরা দেখলাম এমন কিছুই ঘটেনি।[৩] দেখুন, আজ এক বিজ্ঞানী একটা কথা বলছে, কাল আরেক বিজ্ঞানী তা খণ্ডন করছে। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বলেছে এক অবাস্তব কথা—মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিল।[৪] মূলত সে একটি রহস্যজনক সত্য লুকানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অবাস্তব এক গবেষণার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করছে। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

---

১. যা ৪২৬৫ ফুট

২. সূত্র : bangla, asianetnews. com

৩. আজ হতে কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, পৃথিবী নামক গ্রহের সাথে অন্য গ্রহের টক্কর লাগবে ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। তখন ইসলামিক স্কলাররা বলেছিলেন, কেয়ামত হবে না। কারণ, আমাদের কাছে থাকা কুরআন-হাদিসের অকাট্য জ্ঞান বলছে, এখনো কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় হয়নি। অবশেষে কুরআন ও হাদিসের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হল। কেয়ামত আজও সংঘটিত হয়নি।

৪. সূত্র : *বাংলাপিডিয়া*, প্রকাশক-এসিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল : ২/২০১১ ঈসায়ি

একমাত্র নির্ভুল জ্ঞান—আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান[১]। একজন প্রকৃত ও সচেতন মুমিনের দায়িত্ব হল, কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে যদি জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অস্বীকার করে, তথাপি সে কুরআন ও হাদিসপ্রদত্ত জ্ঞানকেই সঠিক মনে করবে। যুক্তি ও দর্শনের আলোকে নয়, বরং কুরআন ও হাদিসের আলোকে সঠিক জ্ঞান নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, শরিয়তের কোনো বিধান অযৌক্তিক নয়। তবে এর যৌক্তিকতা বোঝার জন্য 'আকলে সালিম' তথা আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ বিবেক প্রয়োজন, যা আমার ও আপনার নাও থাকতে পারে। তাই আমরা প্রথমে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে আলোচনা করব। অতঃপর ইজমা[২] ও কিয়াসের[৩] সহায়তা নেব।

জিন–পরিচিতি

জিন মহান আল্লাহর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তারা পশুপাখির মতো বিবেকহীন নয়। মানুষের মতো তাদেরও বিবেক আছে। তাদেরকে অগ্নিশিখা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা। তারাও মানুষের মতো আল্লাহর ইবাদত করে। তাদের কেউ কেউ আবার নাফরমানিও করে। তাদের মধ্যে নর-নারী আছে। তাদের বিবাহ-শাদিও হয়। তবে জিনকে চোখে দেখা যায় না। আল্লাহর আরেক সৃষ্টি হল—ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে নুর বা জ্যোতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তারা যে কাজে আদিষ্ট তা পালনে সদা সোচ্চার থাকে। তারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা রাখে না। তারা নারী না, আবার পুরুষও না। তারা খায় না এবং তাদের বিবাহ-শাদিও হয় না। দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন আমরা জিন জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

---

১. *আল-কুরআন ও আল-হাদিস*
২. উম্মতের সর্বসম্মত মত
৩. কুরআন ও হাদিসের আলোকে গবেষক ইমামদের মতামত

শাব্দিক পরিচিতি

জিন (جِنٌّ) শব্দটি আরবি। ইংরেজিতে বলা হয়—Demon বা jinn।

ফারসিতে বলা হয়-دیو ডেমন।[১]

শাব্দিক অর্থ—গোপনীয়, অদৃশ্য, লুক্কায়িত। শুধু এই শব্দ নয়, বরং ج، ن، ن এই তিন হরফের সমষ্টি যে কোনো শব্দে এই অর্থ নিহিত। যেমন— جَنَّةٌ জান্নাত মানে বেহেশত, স্বর্গ। জান্নাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য হল—কোনো চোখ তা দেখেনি।[২] جَنِيْنٌ জানিন অর্থ—পেটের বাচ্চা। গর্ভবতী নারীর পেটে থাকা বাচ্চা অদৃশ্য, চোখে দেখা যায় না। কুরআন পাকে এসেছে—জরায়ুতে কী আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।[৩] جُنَّةٌ জুন্নাতুন মানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢাল। যোদ্ধা যুদ্ধ চলাকালীন ঢাল দ্বারা আত্মগোপন করে, নিজেকে রক্ষা করে। লক্ষ করুন, সবগুলো শব্দে গোপনীয়তা ও অদৃশ্য থাকার অর্থ বিদ্যমান। তাই ইবনে আকিল রহ. বলেন, অদৃশ্য হওয়ার কারণেই জিনকে 'জিন' করে নামকরণ করা হয়েছে।[৪]

---

১. *কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুমি*, ১/৫৮৩

২. সুরা সাজদাহ, আয়াত : ১৭; *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩২৪৪

৩. সুরা লোকমান, আয়াত : ৩৪

৪. *আস সিহাহ তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ*, ৫/২০৯৩; *তিলবাতুত তালাবাহ ফি ইসতালাহাতিল ফিকহিয়্যাহ* : ১/৬৪; *লিসানুল আরব*, ১৩/৯২; *কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুমি*, ১/৫৮৫; *আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান*, পৃ. ২২-২৩

والجِنُّ: خلاف الإنس، والواحد جِنِّيٌّ. يقال: سمِّيتُ بذلك لأنها تُتَّقى ولا تُرى وَالْجَنِينُ الْوَلَدُ مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ سُمِّيَ بِهِ لِلِاسْتِتَارِ فِي الْبَطْنِ وَقَدْ اجْتَنَّ الشَّيْءُ اجْتِنَانًا أَيِ اسْتَتَرَ وَجَنَّهُ اللَّيْلُ وَجَنَّ عَلَيْهِ جُنُونًا أَيْ سَتَرَهُ وَجَنَّ الْمَيِّتَ أَيْ وَارَاهُ فِي التُّرَابِ وَهُمَا جَمِيعًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْجَنَانُ الْقَبْرُ وَالْجَنَانُ الْقَلْبُ وَالْجَنَّةُ الْبُسْتَانُ وَالْمِجَنَّةُ وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ وَالْجِنَّةُ الْجِنُّ وَالْجُنُونُ أَيْضًا وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى السَّتْرِ.

পারিভাষিক পরিচিতি

আল্লামা কাজি ছানাউল্লাহ পানিপতি রহ. বলেন—

والجن أجسام ذات أرواح عاقلة خفية عن أعين الناس و خلقت من النار تتصف بالذكورة والأنوثة وتتوالد

জিন বিবেকসম্পন্ন, অদৃশ্য দেহধারী একটি প্রাণী। তাদেরকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে নর-নারী রয়েছে। আর তাদের প্রজননও হয়।[১]

আবু আলি ইবনে সিনা রহ. জিনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—

الْجِنُّ حَيَوَانٌ هَوَائِيٌّ مُتَشَكِّلٌ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ

জিন হল অদৃশ্য একটি প্রাণী, যা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে সক্ষম।[২]

আমরা জানতে পারলাম, জিন আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি, যাকে চোখে দেখা যায় না। সুতরাং চোখে দেখা যায় না বলে জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিতান্তই বোকামি।

জিনকে দেখা যায় না কেন?

মুতাজিলা[৩] সম্প্রদায়ের বক্তব্য হল—জিনের দেহ অতিসূক্ষ্ম হওয়ায় তাদের দেখা যায় না।

কাজি আবদুল জাব্বার মুতাজিলি বলেন, 'আল্লাহ চাইলে তাদের দেহ বড় করে বা আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে দেখাতে পারেন।'[৪]

---

১. *আত-তাফসিরুল মাজহারি*, ১০/৭৯

২. *আত-তাফসিরুল কাবির* (মাফাতিহুল গায়েব), ৩০/৬৬১; *কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুমি*, ১/৫৮৩

৩. ওয়াসেল বিন আতা ও আমর বিন উবায়দের অনুসারী একটি ভ্রষ্ট দল। তাদের মৌলিক পাঁচটি ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে।—*আল-আরশ লিজ জাহাবি*, ১/৫০

৪. *আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান*, পৃ. ৩৫

খণ্ডন

বিশাল দেহধারী হলেই চোখে দেখা সম্ভব, এ কথাটি ঠিক নয়। দেখুন, ফেরেশতারা সর্বদা মানুষের আশেপাশে থাকে; বিশেষত রক্ষক ফেরেশতাগণ ও সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ মানুষের সাথেই থাকে, তবুও দেখা যায় না। প্রাণবধকারী ফেরেশতাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখে না। তেমনইভাবে নবীদের কাছে ফেরেশতারা আগমন করত। কিন্তু অনেক সময় অন্যরা তাদেরকে দেখতে পেত না।[১]

অধিকাংশের মত

ইমাম আশআরি[২] রহ. ও তার অনুসারীদের অভিমত হল—

الجنّ يرون الإنس لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكا والإنس لا يرونهم لأنه تعالى لم يخلق الإدراك في عيون الإنس

জিন মানুষকে দেখে। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেই দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। আর মানুষ জিনদের দেখে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সেই দৃষ্টিশক্তি দেননি।[৩]

কতক আলেম বলেন—তাদের দেহে আল্লাহ তাআলা কোনো রং দান করেননি বিধায় তাদেরকে দেখা যায় না। তাদের দেহের কোনো রং থাকলে অবশ্যই তাদেরকে দেখা যেত।

কিন্তু কাজি আবদুল জাব্বার মুতাজিলি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'রংবিহীন কোনো দেহ হয় না। যদি এমনটা হত, তাহলে তারা একে-অপরকে দেখতে পেত না।[৪]

---

১. *কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুমি*, ১/৫৮৫-৫৮৬; *ফাতহুল বারি*, ইবনে হাজার আসকালানি রহ., ৬/৩৪৪; *আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান*, পৃ. ৩৫

২. আকিদার দিক থেকে চার মাজহাবের লোক দুই ইমামের অনুসার—ইমাম আবু মুসা আশআরি ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ.।

৩. *কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুমি*, ১/৫৮৬

৪. *আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান*, পৃ. ৩৬

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন—

مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَرَى الْجِنَّ أَبْطَلْنَا شَهَادَتَهُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

যে[১] বলবে, আমি জিনকে (আসল রূপে) দেখেছি (সে মিথ্যাবাদী, তাই), তার সাক্ষ্য আদালতে অগ্রাহ্য হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—'সে (ইবলিস) ও তার বংশধর তোমাদেরকে দেখে, আর তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না'।[২]

খণ্ডন

ইবনে কাসেম আব্বাদি শাফেয়ি রহ. বলেন, 'ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর কথাটি মেনে নেওয়া কঠিন। কেননা, আয়াতে বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা আমাদেরকে এমন অবস্থায় দেখে, যখন আমরা তাদেরকে দেখি না। এখানে ব্যাপকতা বা সীমাবদ্ধতা নেই। এটা অসম্ভব নয় যে, আমরা অন্য অবস্থায় তাদেরকে দেখব। তা ছাড়া প্রমাণাদির দ্বারাও বোঝা যায়, তাদেরকে দেখা সম্ভব।'[৩]

তাই ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলার এরশাদ—'জিন মানুষকে এমন জায়গা থেকে দেখে, যেখান থেকে মানুষ তাদেরকে দেখে না' এমন এক সত্য, যার তাকাজা হল—তারা মানুষকে এমন অবস্থায় দেখবে, যে অবস্থায় মানুষ তাদেরকে দেখবে না। কিন্তু আয়াতে এটা বলা হয়নি, মানুষ তাদেরকে কোনো অবস্থায় দেখবে না। নেককাররা, এমনকি নেককার ছাড়া অনেকে তাদেরকে কখনো কখনো দেখে। কিন্তু জিন মানুষকে সর্বাবস্থায় দেখে না।'[৪]

---

১. নবী ব্যতীত—*ফাতহুল বারি*, ৬/৩৪৪

২. *হুলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া*, ৯/১৪১; হাদিসটি সহিহ। সুরা আরাফ : ২৭

৩. *তুহফাতুল মুহতাজ ফি শরহিল মিনহাজ ও হাওয়াশিশ শিরওয়ানি ওয়াল আব্বাদি*, ৭/২৯৭

৪. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনে তাইমিয়া রহ., ১৫/৭

আমরা বলি, ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর কথার উদ্দেশ্য হল, সাধারণত জিনকে আসল রূপে দর্শন সম্ভব নয়।[১] তবে জিনকে ভিন্নরূপে দেখা সম্ভব হওয়াকে তিনি অস্বীকার করেননি।[২]

আল্লামা হারিছ মুহাসিবি রহ. বলেন—

إِنَّ الْجِنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ نَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَا عَكْسَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

যে সমস্ত জিন জান্নাতে যাবে আমরা তাদেরকে দেখব। কিন্তু তারা আমাদেরকে দেখবে না। যেভাবে তারা আমাদেরকে দুনিয়াতে দেখছে কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখছি না।[৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, জিনকে আসল রূপে দর্শন সাধারণত অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখার দৃষ্টিশক্তি আমাদেরকে দান করেননি। তবে আল্লাহ চাইলে বিশেষ কোনো বান্দাকে দুনিয়াতে সে দৃষ্টিশক্তি দান করতে পারেন ও সে জিনকে আসল রূপে দর্শন করতে পারে।

জিনের অস্তিত্ব

মানব-ইতিহাসে সর্বদা এমন একটি সৃষ্টির আলোচনা পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে ঠিক-বেঠিক উভয় ধরনের কথাই শোনা যায়। মানবসমাজের প্রাক্কাল থেকে অদ্যাবধি এই সৃষ্টির আলোচনা হয়ে আসছে। প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও এই সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হয়ে আসছে। চোখ-কান খোলা রাখা কোনো ব্যক্তি এই সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পারে না। এই সৃষ্টির নাম 'জিন'। আসুন, আমরা জিনের অস্তিত্বের প্রমাণাদি দেখে নিই।

---

১. আল্লাহ চাইলে তার কোনো বিশেষ বান্দাকে তাদের আসল রূপ দর্শন করাতে সক্ষম, যা আমরা সামনে প্রমাণ করব। ইনশাআল্লাহ।

২. *ফাতহুল বারি*, খ. ৬, পৃ. ৩৪৪

৩. *আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির*, ইবনে নুজাইম রহ., পৃ. ২৮৫

প্রথম প্রমাণ

জিনের অস্তিত্বে ইজমা বা উম্মতের সকলের ঐকমত্য রয়েছে। শায়খুল ইসলাম আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন—

وُجُودُ الْجِنِّ ثَابِتٌ بِكِتَابِ اللهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَأَئِمَّتِهَا

আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মত[১] ও সকল ইমামের ঐকমত্যে জিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত।[২]

প্রাচীন আরবের মূর্তিপূজক ও হিন্দুস্তানের লোকেরাও জিনের অস্তিত্বকে স্বীকার করত। তবে মুসলমান নামধারী কিছু ভ্রান্তদল[৩] জিন ও ফেরেশতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করত।[৪]

তিনি বলেন, 'জিনের অস্তিত্ব কিতাব ও সুন্নাহ ছাড়াও অনেকভাবে প্রমাণিত। কেননা, তাদেরকে দেখেছে এমন ব্যক্তি আছে, দর্শনকারীকে দেখেছে এমন ব্যক্তিও আছে। তাদের কাছে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কতক মানুষ তাদের সাথে কথা বলেছে, তারাও তাদের সাথে কথা বলেছে। কতক মানুষ আছে তাদেরকে আদেশ-নিষেধ করে। তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। নেককারের সাথে ঘটেছে, নেককার নয় এমন লোকের সাথেও ঘটেছে। আমার সাথে ও আমার সাথিদের সাথে যা ঘটেছে, তা উল্লেখ করলে দাস্তান হয়ে যাবে।'[৫]

তিনি আরও বলেন, 'কখনো জিন কাউকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বাইতুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি জিয়ারত করায়। তাকে নিয়ে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। পানিতে ভাসে। কখনো দর্শন করায় ওলিদের শহর। আর কখনো দর্শন করায়, সে খাচ্ছে জান্নাতের ফল ও পান করছে জান্নাতের প্রস্রবণ থেকে। এ সব কিছু আমার চেনা মানুষের সাথে ঘটেছে।'[৬]

---

১. অধিকাংশ কাফের এবং ইহুদি ও খ্রিস্টান

২. *আল-ফাতাওয়াল কুবরা*, ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ৩/৩১২

৩. কাদেরিয়্যা, কিছু মুতাজিলা ও জিনদিক বা নাস্তিক

৪. *আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান*, পৃ. ২১

৫. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনে তাইমিয়া রহ., ৪/২৩২

৬. প্রাগুক্ত, ১৭/৪৬০